যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১০৮৪

১/ বিবিধ

আরবী

لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث، وهو متكيء على أريكته فيقول: أقرأ قرآنا! ما قيل من قول حسن فأنا قلته

ضعيف جدا

أخرجه ابن ماجه (21) : حدثنا علي بن المنذر: حدثنا محمد بن الفضيل: حدثنا المقبري عن جده عن أبي هريرة مرفوعا

قلت: وهذا إسناد واه جدا، رجاله كلهم ثقات غير المقبري، وهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال البخاري

تركوه، وكذا قال الذهبي في " الضعفاء

نحوه قول الحافظ في " التقريب

متروك، وقال يحيى بن سعيد

جلست إليه مجلسا فعرفت فيه الكذب

قلت: وهذا الحديث لم يورده البوصيري في " الزوائد " مع أنه على شرطه، فكأنه ذهل عنه، ولذلك لم يتكلم عليه أبو الحسن السندي في حاشيته على ابن ماجه

ولا محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه عليه! وذكره السيوطي في " اللآليء المصنوعة " (1/314) شاهدا لحديث ابن بزار المتقدم، وتبعه على ذلك ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (1/624) ساكتين عليه، ولا يخفى أن حديث مثل هذا المتهم بالكذب لا يصح شاهدا، إنما يصلح لذلك العدل السيئ الحفظ الذي لم يكثر خطؤه ولم يتهم، كما

هو معلوم في " المصطلح
وجد المقبري هو ابن سعيد كما سبق وهو ثقة، وقد روى عن أبيه سعيد بن أبي سعيد بإسناد أصلح من هذا وهو معلوم، وهو: (الاتي)

বাংলা

১০৮৪। আমি তোমাদের কাউকে যেন এরূপ না পাই যে, তার নিকট আমার উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে আর এমতাবস্থায় সে তার খাটে ঠেস লাগিয়ে বলছে (উক্ত হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করার লক্ষ্যে) আমি কুরআন পাঠ করছি (বা তুমি কুরআন পাঠ করো)। কারণ যা কিছু ভাল কথা বলা হয় তা আমিই বলে থাকি।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ (২১) আলী ইবনুল মুনযের হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল ফুযায়েল হতে, তিনি আল-মাকবুরী হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। মাকবুরী ছাড়া সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনে আবী সাঈদ আল-মাকবুরী। ইমাম বুখারী বলেনঃ মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। হাফিয যাহাবী "আয-যুয়াফা" গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন।

“আত-তাকরীব” গ্রন্থে হাফিয ইবনু হাজারের কথাও সেরূপইঃ তিনি মাতরূক।

ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বলেনঃ আমি তার সাথে এক মজলিসে বসেছিলাম, তাতে বুঝতে পেরেছি তার মধ্যে মিথ্যা রয়েছে।

সুয়ুতী হাদীসটি "আল-লাআলীল মাসনু'য়াহ" গ্রন্থে (১/৩১৪) পূর্ববতী ইবনু বারাযের হাদীসের শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারীয়াহ" (১/২৬৪) গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন। তারা উভয়ে কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন। আর এটা কোন লুক্কায়িত কথা নয় যে, মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তির হাদীস শাহেদ হওয়ার যোগ্য হতে পারে না।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71963

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন